রাঙামাটি

বাঁকুড়া ■ পুরুলিয়া

বিমান মাশুল প্রতিকপি : ত্রিপুরা, অসম ১ টাকা।
সংবাদ প্রতিদিন, মঙ্গলবার ২৩ জানুয়ারি ২০২৪

হুলাপার্টির দৌড়ে বিষ্ণুপুরের জঙ্গল ছাড়ল ২৭ দাঁতাল

■ বড়জোড়ার সাহারজোড়ায় হাতির দল। সোমবার। —প্রতিদিন চিত্র

স্টাফ রিপোর্টার, বাঁকুড়া: শেষমেশ পাঁচ মাস বাদে হাতির একটি দল বাঁকুড়া ছেড়ে ফিরে গেল পশ্চিম মেদিনীপুরে। রবিবার রাতে মাচানতলা, বাসুদেবপুর, বাঁকাদহ, আস্থাশোলের রুটে ২৭টি হাতি বিষ্ণুপুর বনবিভাগের জঙ্গল এলাকা পেরিয়ে গিয়েছে বলে বিষ্ণুপুরের পাঞ্চেত ডিভিশনের ডিএফও অঞ্জন গুহ জানালেন। ওই বনকর্তার কথায়, ''বাঁকুড়া ছেড়ে পশ্চিম মেদিনীপুরে যাওয়ার পথে সাতাশ দলের ওই বিপুল সংখ্যক হাতি গ্রামের ভিতর ফসলের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি করেছে। এই ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ সঠিকভাবে জানতে বন দপ্তরের তরফে সমীক্ষা শুরু হয়েছে।'' অন্যদিকে, বড়জোড়ার সাহারজোড়ায় এখনও ঘাঁটি গেড়ে থাকা ৩৪টি হাতিকে সোমবার সন্ধ্যের পর থেকে ফিরতি রাস্তা ধরাতে দ্রুতগতিতে অভিযান শুরু করেছেন বনকর্মীরা। কিন্তু এই অভিযানে কতটা সাফল্য মিলবে সেই বিষয়ে কোনও সদুত্তর দিতে পারেনি বন দপ্তর। বাঁকুড়া উত্তর বনবিভাগের অন্তর্গত বড়জোড়া রেঞ্জের রেঞ্জার ঋত্বিক দে জানান, ''গত কয়েক দিনে একাধিক বার চেষ্টা করেও হাতিগুলিতে বড়জোড়ার সাহারজোড়ার জঙ্গল থেকে সরানো যায়নি। তবে আমরা চেষ্টা করছি দ্রুত হাতিগুলিকে বাঁকুড়ার জঙ্গল থেকে পশ্চিম মেদিনীপুরের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যেতে।

সোনামুখীর রেঞ্জার অমিতেশ সৎপতি বলেন, ''সোনামুখী এবং বেলিয়াতোড় রেঞ্জের মাঝে এদিন বিকেলের পর দু'টি দলছুট হাতির আনাগোনা হলেও সন্ধ্যের পর আর ওদের দেখা মেলেনি।'' তবে দ্রুত এই হাতির দল বাঁকুড়া জেলা ছাড়বে বলে আশাবাদী বাঁকুড়া উত্তর বনবিভাগের বনকর্তা উমর ইমাম। তিনি বলেন, ''বর্তমানে আমাদের চেষ্টাই হল প্রাণহানি এবং যথাসম্ভব ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে হাতির দলকে খুব সাবধানে বাঁকুড়ার জঙ্গল এলাকা থেকে বের করিয়ে দেওয়া। সেই কারণেই আমরা এখন মনিটারিং টিম করেছি। ওই মনিটরিং টিমের সদস্যরা জিপিএস পদ্ধতির মাধ্যমে হাতিগুলির অবস্থান সম্বন্ধে সঠিক তথ্য জানতে পারছে। এছাড়া জঙ্গলের মধ্যে হাতির গতিবিধির উপর নজরদারি চালাতে ড্রোন ব্যবহার করছি আমরা।''

মাস পাঁচেক আগে মাঠে ধান পাকার সময় খাবারের খোঁজে দফায় দফায় মোট ৭৫টি হাতি দলমা রেঞ্জের জঙ্গল থেকে বাঁকুড়ায় চলে আসে। বিষ্ণুপুর বনাঞ্চল, বাঁকুড়া উত্তর বনবিভাগের বিভিন্ন জঙ্গলে ঘাঁটি গাড়ে ওই হাতিগুলি। জেলাজুড়ে শুরু হয়েছিল হাতির তাণ্ডব। তবে বন দপ্তরের উদ্যোগে এই বিপুল সংখ্যক হাতিকে নজরবন্দি করে দু'বেলা তাদের খাবার জোগান দিয়ে বাঁকুড়ার বড়জোড়ায় রাখার কারণে হাতির আক্রমণে জেলায় তেমন ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। অন্তত এমনটাই দাবি করছেন বাঁকুড়া উত্তর বনবিভাগের বনকর্মীরা। তবে স্থানীয় গ্রামবাসীদের অভিযোগ, বাঁকুড়ায় ঢোকার পথে বিঘার পর বিঘা জমির ধান খেয়ে এবং মাড়িয়ে হাতিগুলি নষ্ট করেছিল। এবার জেলা ছেড়ে যাওয়ার পথেও মাঠে শীতকালীন সবজি, আলু-সহ একাধিক ফসলের ক্ষতি করে যাচ্ছে। যদিও হাতি খেদাতে সাবধানী বন দপ্তর। চলছে প্রচারও।

জনস্রোতে নানান মতে...

■ বাঁকুড়ার গঙ্গাজলঘাটিতে তৃণমূলের সংহতি মিছিল। সোমবার। —শ্যামসুন্দর বারুই

■ সাঁতুড়ি ব্লক তৃণমূলের পক্ষ থেকে পুরুলিয়া শহরের মধুকুণ্ডা বাজারের সামনে থেকে যাওয়া সংহতি মিছিল। সোমবার। —সুনীতা সিং

হাতির দলের হানা, ক্ষোভে ফুঁসছে গ্রাম

■ হাতির হানায় ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ি। পুকুরিয়ায়। —প্রতিম মৈত্র

স্টাফ রিপোর্টার, ঝাড়গ্রাম : টানা হাতির দলের তাণ্ডবে ঘুম ছুটেছে ঝাড়গ্রামের জঙ্গল এলাকায়। সন্ধ্যা নামলেই নিস্তব্ধ হয়ে যাচ্ছে গ্রামগুলি। গত এক সপ্তাহ ধরে ঝাড়গ্রাম রেঞ্জের পুকুরিয়া বীটের কুন্ডলডিহি, শিমুলপাল, পুকুরিয়া-সহ বিভিন্ন গ্রামে ঢুকে বাড়ি ভাঙচুর করছে দলছুট হাতি। রবিবার রাতেও পুকুরিয়া, কুন্ডলডিহি, শিমুলপাল গ্রামে ঢুকে একের পর এক বাড়িতে তাণ্ডব চালায় হাতির দল। একটি ধানের গোডাউন-সহ তিনটি মাটির বাড়ি ভেঙে দেয়। বাড়ির দেওয়াল, জানালা ভেঙে খাবার খাওয়ার চেষ্টা করে। পাশাপাশি শীতলকালীন সবজি সাবাড় করে বলে অভিযোগ। হাতির দলের তাণ্ডবে দফারফা হয়েছে খেতের ফসল। ফলে ক্ষতির আশঙ্কায় চিন্তায় রয়েছেন গ্রামের বাসিন্দারা। এর আগে গত শুক্রবারও ওই এলাকাতেই হানা দিয়ে সাত থেকে আটটি মাটির বাড়ি ভেঙে গুড়িয়ে দেয় হাতির দল। জানা গিয়েছে, শনিবার রাতে আমলাচটি গ্রামে ঢুকে পর পর তিনটি বাড়িতে ভাঙচুর চালায় হাতি। বাসিন্দাদের অভিযোগ, গত প্রায় ১৫ দিনে ২৫ থেকে ৩০টি বাড়ি ভেঙেছে দলছুট হাতি। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, পুকুরিয়া গ্রামের লালমোহন মাহাতোর বাড়ির দেওয়াল, নরেন মাহাতোর দোকান, কুন্ডলডিহি গ্রামের বাসিন্দা ধীরেন মাহাতোর ঘরের জানালা ভেঙে দেয় হাতি। খাবারের সন্ধানে সরোজ মাহাতো নামে এক বাসিন্দার ধানের গোডাউন ভেঙে দেয়। এছাড়াও কুন্ডলডিহি গ্রামের শমলা মাহাতোর বাড়ির কলা বাগান তছনছ করে। শিমুলপাল গ্রামের জমিতে সবজি সাবাড় করে। জানা গিয়েছে, খাবারের খোঁজে এক সপ্তাহের বেশি সময় ধরে ছয় থেকে সাতটি হাতির দল বিচ্ছিন্ন ভাবে বিভিন্ন গ্রামে তাণ্ডব চালাচ্ছে।

রাজ্য সংগীত গেয়ে দুই জেলায় সংহতি মিছিলে ঢল মানুষের

স্টাফ রিপোর্টার, পুরুলিয়া ও বাঁকুড়া: পথেই এবার নামো সাথী...। চলতি রাজনীতির হাওয়ায় দেশজুড়ে রয়েছে সাম্প্রদায়িকতার বিষ। চোরাগোপ্তা বোনা হচ্ছে সম্প্রীতি নষ্টের বীজ। এই পরিস্থিতিতে বাংলায় শাসকদলের পক্ষ থেকে ধর্ম যার যার, উৎসব সবার এই আপ্তবাক্যকে সামনে রেখেই সোমবার একেবারে উৎসবের মেজাজে জেলায় জেলায় সর্বধর্ম সমন্বয়ে সংহতি যাত্রা বা মিছিল হল। জঙ্গলমহলের দুই জেলা বাঁকুড়া ও পুরুলিয়াতেও এই মিছিলে শাসকদলের নেতা, কর্মীদের সঙ্গে শান্তিকামী প্রচুর সংখ্যায় নানা মতের মানুষ শামিল হলেন।

সোমবার এই কর্মসূচি ঘিরে জেলার একাধিক ব্লকে নানান সামাজিক কাজও হাতে নেয় ব্লক তৃণমূল নেতৃত্ব। হয় বস্ত্র বিতরণ ও ক্রিকেট ম্যাচ। জেলাজুড়েই এই কর্মসূচিতে সর্ব ধর্মের সাধারণ মানুষ অংশগ্রহণ করেন। পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর দু'নম্বর ব্লকে এই কর্মসূচিতে এক খুদে শ্রীকৃষ্ণ সাজায় ওই সংহতি যাত্রা আলাদাভাবে নজর কেড়ে নিল। এদিন পাড়া ব্লকের এই কর্মসূচিতে ছিলেন জেলা তৃণমূল সভাপতি সৌমেন বেলথরিয়া। তিনি বলেন, ''পুরুলিয়া জুড়ে ২০টি ব্লক তিনটি পুর শহর মিলিয়ে সাড়ম্বরে সংহতি যাত্রা হয়েছে। প্রচুর সাধারণ মানুষ আমাদের সঙ্গে পা মিলিয়েছেন।'' জেলার বিভিন্ন ব্লকে এই কর্মসূচিতে রাজ্য সংগীত গেয়ে মিছিলে অংশ নেন দলের নেতা-কর্মীরা। ফলে সংহতি যাত্রায় একটা আলাদা আবহ তৈরি হয়ে গিয়েছিল। পুরুলিয়ার পাড়া ব্লকে এই কর্মসূচি ঘিরে বস্ত্রদানে হাজির ছিলেন জেলা তৃণমূল সভাপতি সৌমেন বেলথরিয়া, ব্লক সভাপতি তথা প্রাক্তন বিধায়ক উমাপদ বাউড়ি। ওই ব্লকে দলীয় স্তরে একটি প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচও হয় এদিন। জেলার বেশকিছু ব্লকে এই সংহতি মিছিলে দলের নেতা-কর্মীরা রাজ্য সংগীত 'বাংলার মাটি, বাংলার জল, গেয়ে মিছিলে অংশ নেন।

এদিন বাঁকুড়ার সতীঘাটে হনুমান মন্দির এবং রাম মন্দিরে পুজো দিয়ে সংহতি যাত্রা শুরু হয়। পূর্বঘোষণা মতোই এই মিছিলে পা মেলান তৃণমূলের বাঁকুড়া সাংগঠনিক জেলার সভাপতি অরুপ চক্রবর্তী , বাঁকুড়া পুরসভার চেয়ারম্যান অলকা সেন মজুমদার। অরুপবাবু বলেন, ''বিভেদ নয়, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিই লক্ষ্য। ধর্মীয় বিভাজন পরিত্যাগ করুন।'' মন্দিরে পুজোর পাশাপাশি মিছিলের নেতৃবর্গ মাচানতলা মসজিদ এবং স্কুলডাঙার গির্জাতেও যান। সতীঘাট থেকে শুরু হয়ে মিছিল কলেজ মোড় পর্যন্ত যায়। সেখানেই মিছিল শেষে বক্তৃতা দেন তৃণমূলের বাঁকুড়া জেলা সাংগঠনিক জেলা সভাপতি অরুপ চক্রবর্তী-সহ অন্য নেতা, নেত্রীরা। এই মিছিলে যোগ দেন বাঁকুড়ার প্রাক্তন বিধায়ক শম্পা দরিপা, বাঁকুড়া পুরসভার প্রাক্তন পুরপ্রধান মহাপ্রসাদ সেনগুপ্ত, জেলা পরিষদের পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ অর্চিতা বিদ সহ তৃণমূলের একগুচ্ছ নেতা, নেত্রী। এছাড়াও এদিন শিল্পাঞ্চল বড়জোড়া-সহ একাধিক ব্লকে সংহতি মিছিল হয়। বড়জোড়ায় ছিলেন বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি অলক মুখোপাধ্যায়, বাঁকুড়ার প্রাক্তন জেলা তৃণমূল সভাপতি অরুপ খাঁ।

খাটিয়া বৈঠক থেকে গুচ্ছ সমাধান জেলাশাসকের

স্টাফ রিপোর্টার, পুরুলিয়া: সমস্যা সমাধানে পুরুলিয়ায় খাটিয়া বৈঠক করলেন জেলাশাসক। সোমবার পুরুলিয়া দু'নম্বর ব্লকের পিড়রা পঞ্চায়েতের পলাশকলা গ্রামে জেলাশাসক রজত নন্দা একাধিক দপ্তরের আধিকারিকদের নিয়ে খাটিয়া বৈঠক থেকে নানান সমস্যার কথা শোনেন। এই বৈঠক থেকেই সমাধানের নানা রাস্তা বার করে দেন। জেলাশাসক বলেন, ''আবেদন করা সত্ত্বেও কিছু মানুষের বার্ধক্য ভাতা এখনও হয়নি। এছাড়া পরিযায়ী শ্রমিকদের নাম সংশ্লিষ্ট পোর্টালে ওঠেনি। একাজ যাতে কোনওভাবেই পড়ে না থাকে তাই দ্রুত পদক্ষেপ করতে বলা হয়েছে।'' রাজ্য জুড়ে দুয়ারে সরকার ও পাড়ায় সমাধানে সাধারণ মানুষ ব্যাপক সুফল পাওয়ার পরেও যেখানে যে ফাঁকফোঁকর রয়ে গিয়েছে তা লোকসভা নির্বাচনের আগে পূরণের জন্য রাজ্যের এই নয়া প্রকল্প সমস্যা সমাধান-জনসংযোগ। যাতে একেবারেই গ্রামে গ্রামে হবে। অর্থাৎ দুয়ারে সরকার, পাড়ায় সমাধানের পরে গ্যাপ পূরণে এই প্রকল্পের মধ্য দিয়ে স্পেশাল ড্রাইভ নিচ্ছে রাজ্য। পুরুলিয়ায় এই প্রকল্পকে একেবারে বুথ স্তরে নামিয়ে আনা হচ্ছে। অর্থাৎ এই জেলার ২৫২০টি বুথেই সমস্যা সমাধান-জনসংযোগ শিবির হবে। মূলত এই শিবিরগুলি গ্রামের গাছতলায় বা ফাঁকা জায়গাতেই হচ্ছে। সমস্যা সমাধান-জনসংযোগ প্রকল্প থেকে ২০টি পরিষেবা মিলছে। লক্ষীর ভান্ডার, ভবিষ্যৎ ক্রেডিট কার্ড, খাদ্য সাথী, স্বাস্থ্য সাথী, প্রতিবন্ধকতার শংসাপত্র, কাস্ট সার্টিফিকেট, মেধাশ্রী, শিক্ষাশ্রী, কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, মানবিক, বিধবা ভাতা, কৃষক বন্ধু, ঐক্যশ্রী, স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড, মৎস্যজীবী নিবন্ধীকরন, পাট্টার জন্য আবেদন, বার্ধক্য ভাতা। পরিষেবা পেতে এই শিবির থেকে ফর্ম পাওয়া যাচ্ছে। গত ২০ জানুয়ারি থেকে এই নয়া প্রকল্পের পরিষেবা প্রদান শুরু হয়েছে। চলবে ১২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত।

■ গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথা বলছেন জেলাশাসক। সোমবার।—সুনীতা সিং

রামলালার প্রাণপ্রতিষ্ঠার দিনেই অযোধ্যা পাহাড়ে সীতাকুণ্ডে ভিড়

স্টাফ রিপোর্টার, পুরুলিয়া: বিতর্ক যতই থাক। শ্রীরাম জন্মভূমি উত্তরপ্রদেশের অযোধ্যায় নির্মীয়মাণ মন্দিরের উদ্বোধন ও রামলালার প্রাণপ্রতিষ্ঠা আবার সামনে নিয়ে চলে এল বাংলার অযোধ্যাকে। পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড়ের সঙ্গে যোগ রয়েছে রামায়ণের! কারণ এখানে যে রয়েছে সীতাকুণ্ড। রয়েছে অখিল ভারতীয় বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের আওতায় থাকা পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রমের রামমন্দির। সোমবারের বিশেষ দিনে যা সেজে উঠেছে আলোকমালায়। এখানে দেউলের দেওয়াল জুড়ে রামায়ণের হরেক ছবি। তাই রাম আবেগে অযোধ্যা পাহাড়ের সীতাকুণ্ডতে সোমবার হল দিনভর নানান অনুষ্ঠান।

■ অযোধ্যা পাহাড় এলাকায় এই সেই সীতাকুণ্ড। —সুমিত বিশ্বাস

■ পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড়ের মন্দিরে রাম-সীতার মূর্তি।

কল্পকাহিনী, লোককথাতেই বাংলার এই অযোধ্যাকে ঘিরে যেন আরও নতুন করে জন্ম নিল এক ধর্মীয় আবেগ। জেলার হিন্দু সংগঠনগুলি আর তাকে উসকে দিয়েছে। সর্বোপরি বিজেপিও। তাই মুখে মুখে ফেরা কথাকেই 'ইতিহাস' বলে বিশ্বাস করছেন, এই পাহাড়ে বেড়াতে আসা বিপুল পর্যটক থেকে এখানকার স্থানীয় মানুষ। ঢেউ খেলানো এই সবুজ উপত্যকার পর্যটন এখন দেশ ছাড়িয়ে বিদেশেও সমাদৃত। সেই শাল-শিমুল, পলাশ-কুসুমের ভূমে কোনও কল্পকাহিনী, কিংবদন্তিকে ইতিহাসের উপাদান হিসাবে ব্যবহার করা কতটা যুক্তিযুক্ত? এই বিতর্কেই সোমবার বাংলার অযোধ্যা আবেগে ভাসল তামাম ছোটনাগপুর মালভূমি। ভিড় জমালেন পুরুলিয়া ও পড়শি জেলা সহ ঝাড়খণ্ডের মানুষও। রাম-সীতার ১৪ বছর বনবাসে পুরুলিয়ার অযোধ্যাতেও পা রেখেছিলেন তাঁরা। এই জনশ্রুতি বহুদিনের। কেউ বলেন আড়াই দিন। আবার কেউ বলেন ২৭ দিন। অযোধ্যা হিলটপের গড়ধামের পাশে কূপ বা কুণ্ডের মতো ছোট জলাধার রয়েছে। সেটাই দীর্ঘদিন ধরে সীতাকুণ্ড নামেই পরিচিত। আর এই লোককথাকে নিয়ে অযোধ্যার আরও পর্যটনের প্রসারে ২০১৯ সালের নভেম্বরে তৎকালীন পর্যটনমন্ত্রী প্রহ্লাদ সিং প্যাটেলকে পুরুলিয়ার সাংসদ তথা রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদক জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো চিঠি লেখেন। হিন্দিতে লেখা সেই চিঠিতে সাংসদ লিখেছিলেন, রাম-সীতা বনবাসে থাকার সময় এই পাহাড়ে এসেছিলেন। সেই সময় সীতা দেবীর পিপাসা পাওয়ায় ওই অযোধ্যা ভূমে তির নিক্ষেপ করে জল বের করা হয়। সেই জল পান করেন সীতা দেবী। তাই পাহাড়ের একটি এলাকার নাম সীতাকুণ্ড।

যদিও রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগের আওতায় থাকা সামগ্রিক অঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদ তাদের পর্যটন প্রচারপত্রে সীতাকুণ্ডকে 'অটো ফ্লো স্পেশালি ফর স্টুডেন্টস অফ অ্যানথ্রোপোলজি' বলে প্রচার করে থাকে। জেলার ইতিহাস গবেষক দিলীপ গোস্বামীর কথায়, ''অযোধ্যা পাহাড়ে নাকি এখনও সীতার চুল পাওয়া যায়। এসবই কল্পকাহিনী, কিংবদন্তি। একে ইতিহাসের উপাদান হিসেবে ব্যবহার একেবারেই ঠিক নয়।'' আদিবাসী লোকসংস্কৃতি গবেষক তথা পেশায় শিক্ষক জলধর কর্মকার বলেন, ''হিমালয় যখন সৃষ্টি হয়নি তখন এখানে যাযাবরের মতো বিরহোড় জনজাতি ঘুরে বেড়াত। তারপর ভূমিজ ও সাঁওতালরা আসেন। তাই এই ভূমি আদিবাসীদের। তাঁরা সবাই মূর্তিপুজোর বিরোধী। তাই এই পাহাড়ে রাম-সীতার গল্পের সঙ্গে প্রাচীন জনজাতির সংস্কৃতির কোনও মিল নেই। তাই সাঁওতালি ভাষায় অযোধ্যা পাহাড়কে 'আয়োদিয়া' বলে। যার অর্থ অযোধ্যা মা সবাইকে তাঁর অতিথিশালার মতো এই পাহাড়ে আশ্রয় দিয়েছেন।'' পুরুলিয়া শহরের রামায়ণ পাঠকরা বলেন, তুলসীদাসের 'রামচরিত মানসে কোথাও পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড়ের উল্লেখ নেই। এই বিতর্কের মধ্যেই পুরুলিয়ায় সীতাকুণ্ড দেখতে ফি দিন ভিড় জমাচ্ছেন পর্যটকরা। সোমবার উত্তরপ্রদেশের অযোধ্যায় রামমন্দিরের উদ্বোধন উপলক্ষে এলাকার মহিলারা সীতাকুণ্ড থেকে ১০৮ কলসি জল নিয়ে ২০০ মিটার দূরে থাকা রাম মন্দিরে নিয়ে যান। সেই জলেই চলে পুজো-পাঠ।

সব থেকেও 'নেই-রাজ্য' দুয়ারসিনিতে ধুঁকছে পর্যটন

অমিতলাল সিংদেও

মানবাজার: লম্বা টানা পাহাড়। সেই সঙ্গে ঘন জঙ্গল ঘিরে অরণ্যসুন্দরী পুরুলিয়ার বান্দোয়ানে রয়েছে বিপুল পর্যটনের সম্ভাবনা। অথচ বেহাল পরিকাঠামোর জন্য মার খাচ্ছে বান্দোয়ানের দুয়ারসিনির এই পর্যটনকেন্দ্র।

■ ভগ্ন অতিথি আবাসের পাশেই বনভোজন। দুয়ারসিনিতে। —প্রতিবেদক

ঝাড়খণ্ড সীমানা ঘেঁষা দক্ষিণ পুরুলিয়ার এই দুয়ারসিনিতেই ২০০৬ সালের ২২ জানুয়ারি রাতে সশস্ত্র মাওবাদীরা ল্যান্ডমাইন বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ধুলিসাৎ করে দিয়েছিল পঞ্চায়েত সমিতির নির্মীয়মাণ অতিথি আবাস 'উমুল'। ফলে বন্ধ হয়ে যায় পাশেই থাকা বন দপ্তরের দুয়ারসিনি প্রকৃতি ভ্রমণ কেন্দ্র। কিন্তু রাজ্যে পালাবদলের পর অবশ্য জেলার অন্যান্য পর্যটনস্থলের পাশাপাশি এই দুয়ারসিনিতেও ভিড় বাড়তে শুরু করে। ফলে নতুন করে প্রকৃতি ভ্রমণ কেন্দ্রকে সাজিয়ে তোলা হয়। নাম দেওয়া হয়েছিল দুয়ারসিনি ইকো ট্যুরিজম সেন্টার। ২০২২ সালে ওই অতিথি আবাস ফের সাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হয়। আসলে বান্দোয়ান ব্লক সদর থেকে গালুডির পথ ধরে ঝাঁ চকচকে রাস্তা পেরিয়ে আধ ঘণ্টারও কম সময়ে পৌঁছে যাওয়া যায় কোলাহল থেকে একেবারে নির্জনে। যেখানে বাংলা-ঝাড়খণ্ডের সীমানা। চার দিকে পাহাড় ও শাল-পিয়ালের ঘন জঙ্গল। আর সেই পাহাড়ের কলেই কল কল করে বইছে সাতগুড়ুম নদীর জল। নানা চেনা-অচেনা পাখির কলরব। এই অতিথি আবাসে রাত কাটানোর পাশাপাশি জেলা-সহ ভিন জেলা এমনকী ঝাড়খণ্ড থেকেও বহু পর্যটক শীতের মরশুমে এখানে পিকনিক করতে আসছেন।

স্থানীয় বাসিন্দাদের কথায়, অন্য বছরের মতো এবছরও বেশ ভালো সংখ্যায় পর্যটকরা এখানে পিকনিক করতে আসছেন। পরিবেশ সহায় হলেও প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াচ্ছে পরিকাঠামো। নির্দিষ্ট ডাস্টবিন না থাকায় পিকনিক স্পটে ছড়িয়ে, ছিটিয়ে পড়ে থাকতে দেখা যাচ্ছে থার্মোকল, প্লাস্টিকের থালা-বাটি থেকে বোতল। 'উমুল'-র পাশে একটি নলকূপ থাকলেও বাকি দু'টি জায়গায় পানীয় জলের কোনও ব্যবস্থা নেই। নেই কমিউনিটি টয়লেটও।

গত রবিবার পুরুলিয়া শহর থেকে পিকনিক করতে এসেছিলেন কলকাতা থেকে আসা তনুশ্রী হাজরা, টুম্পা হাজরা, তনুশ্রী মুখোপাধ্যায়রা। তাঁদের কথায়, ''আমরা সবাই পরিবার নিয়ে এই প্রথম এই এলাকায় পিকনিকে এসেছি। এখানকার পরিবেশ মনোরম। চার দিকে পাহাড়, জঙ্গলে ঘেরা। পাশেই নদী। কিন্তু এখানে চার দিকে প্রচুর আবর্জনা ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে। এখানে সাফাই, পানীয় জলের বিষয়টিও প্রশাসনের ভাবা উচিত।'' একই সুর ঝাড়খণ্ডের আদিত্যপুর থেকে আসা সুবোধ মাহাতোর গলাতেও। তবে পানীয় জল ও সাফাইয়ের পাশাপশি তিনি এই এলাকায় বিশেষ করে মহিলা পর্যটকদের জন্য একটি কমিউনিটি টয়লেট তৈরির প্রয়োজনীয়তার কথা জানান। তৃণমূলের বান্দোয়ান ব্লক সভাপতি জগদীশ মাহাতো বলেন, ''শান্ত জঙ্গলমহলে জেলার অন্যান্য পর্যটন স্থলের পাশাপশি দুয়ারসিনিতেও এখন প্রচুর পর্যটক আসছেন। আমরা তাঁদের স্বাগত জানাই। আমরা ব্লক প্রশাসন এবং বন দপ্তরের কাছে অনুরোধ জানাব, যাতে ওই এলাকায় পর্যটকদের সমস্যার বিষয়গুলি ভেবে দেখা হয়।'' ব্লক প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, দুয়ারসিনিতে যে সব স্থানগুলিতে পর্যটকরা পিকনিক করতে আসেন তার সমস্ত জমির মালিকানা বন দপ্তরের। ফলে পানীয় জলের জন্য নলকূপ কিংবা টয়লেট তৈরির ক্ষেত্রে সমস্যা হচ্ছে। বান্দোয়ান ব্লকের বিডিও রুদ্রাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন, ''আমাদের সব পঞ্চায়েত এলাকায় কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার কাজ চলছে। ওই কাজ শেষ হওয়ার পর নিয়মিত ওই সমস্ত পিকনিক স্পট থেকে বর্জ্য পদার্থ পরিষ্কার করা সম্ভব হবে। বন দপ্তরের জমি হওয়ার ফলে পানীয় জলের জন্য একটি সৌর বিদ্যুৎ চালিত জল প্রকল্প পাশের জায়গায় বসানো হয়েছে। টয়লেট তৈরির জন্য আমরা জমির খোঁজ করছি।'' অন্যদিকে কংসাবতী দক্ষিণ বন বিভাগের ডিএফও অসিতাভ চট্টোপাধ্যায় বলেন, ''দিনের বেলা পর্যটকদের জন্য ইকো একটি আলাদা টয়লেট করা হয়েছে। জঙ্গল এলাকায় পর্যটকরা যাতে প্লাস্টিক ও থার্মোকলের ব্যবহার না করেন সেই বিষয়ে নিয়মিত আমরা প্রচার চালাচ্ছি।''

বাঁকুড়ার স্কুলে বিজ্ঞানমেলা

স্টাফ রিপোর্টার, বাঁকুড়া: বাঁকুড়ায় বিজ্ঞানমেলা শুরু হল সোমবার। মেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে বাঁকুড়া মিউনিসিপালিটি হাই স্কুলে। দু'দিনের এই মেলার প্রথম দিন জেলার ৪৬টি স্কুল অংশ নেয়। এই প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ান হয়েছে বিষ্ণুপুর হাই স্কুল, দ্বিতীয় স্থান পেয়েছে বাঁকুড়া জেলা স্কুল, তৃতীয় হয়েছে কোতুলপুরের মদনমোহন হাইস্কুল, জেলা যুব দপ্তরের আধিকারিক মলয় শঙ্কর চট্টোপাধ্যায় জানান, আজ, মঙ্গলবার দ্বিতীয় দিনের বিজ্ঞান মেলা প্রতিযোগিতাটি হবে। বিজ্ঞানের নানা মডেল তৈরির এই প্রতিযোগিতায় জেলার মোট ২৫টি কলেজ অংশ নেবে।

■ বাঁকুড়ায় সারেঙ্গায় স্কুল-ক্রীড়া। সোমবার। —সাধন মণ্ডল

আবার আগামিকাল

যুবকের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার

বান্দোয়ান: গাছ থেকে এক যুবকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল পুরুলিয়ার বান্দোয়ানের পারগেলা গ্রামে। পুলিশ জানিয়েছে, মৃত ছুটুলাল মাহাতোর (৪৫) বাড়ি বরাবাজার থানার লটপদা গ্রামে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার রাতে ছুটুলাল পারগেলা গ্রামে মাসির বাড়ি গিয়েছিলেন। তারপর এদিন বাড়ি থেকে কিছু দূরে জঙ্গলে একটি গাছে ওই মৃতদেহ দেখতে পান বাসিন্দারা।

পুরুলিয়ায় আনন্দমার্গীদের কম্বল বিতরণ

স্টাফ রিপোর্টার : প্রচণ্ড ঠান্ডার কারণে, আনন্দ মার্গ ইউনিভার্সাল রিলিফ দল পুরুলিয়া জেলার আনন্দ নগরের আশপাশের গ্রামে প্রায় পাঁচশোটি অভাবি পরিবারের মধ্যে কম্বল বিতরণ করে। এই কর্মসূচির পোশাকি নাম 'অমৃত'। যা সম্পূর্ণভাবে মানবতার জন্য নিবেদিত। যখনই কোনও ধরনের দুর্যোগ দেখা দেয়, আনন্দ মার্গ ইউনিভার্সাল রিলিফ দলের স্বেচ্ছাসেবকরা হতদরিদ্র মানুষকে সেবা দেওয়ার জন্য সেখানে পৌঁছে যান। ও তাঁদের নানাভাবে সেবা প্রদান করে থাকেন। এই দলের নেতৃত্বে আছেন আচার্য শুভপ্রসনানন্দ অবধূত-সহ অন্য সন্ন্যাসীরা। এই কর্মসূচিতে প্রচুর মানুষ অংশ নেন।

চোলাই বিক্রি, পুরুলিয়ায় ধৃত

পুরুলিয়া: বেআইনিভাবে বাড়িতে মদ বিক্রির অভিযোগে এক কারবারিকে গ্রেপ্তার করল পুরুলিয়া সদর থানার পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত ব্যক্তি ডাক্তার মাহাতো। তার বাড়ি পুরুলিয়া পুরসভার ১১ নম্বর ওয়ার্ডের তেলকলপাড়ার মাহাতো পাড়ায়। সোমবার ধৃতকে পুরুলিয়া আদালতে তোলা হলে তার ১৪ দিনের জেল হেফাজত হয়। রবিবার রাতে অভিযুক্তর বাড়িতে হানা দেয় পুরুলিয়া সদর থানার পুলিশ।